দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

023

এসএসসি পরীক্ষা শুরু

আজ থেকে দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ঢাকা বোর্ডের এক লক্ষ ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থীসহ সারা দেশে কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। তবে সারা বছর ধরেই এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনার শীর্ষে ছিল মফস্বলের কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেবার জন্য নানা অসৎ পথের আশ্রয়।

মফস্বলের কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেবার প্রবণতা বেড়েছে গত কয়েক বছর ধরে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে পরীক্ষার আগে আগে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে মফস্বলের স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ ছিল গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নকলের সুবিধা। বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও একথা স্বীকার করেছেন। বোর্ড আরও স্বীকার করেছে যে শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে কর্তৃপক্ষ যতটুকু নজর দিতে পারেন, গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে ততটা নজর দেয়া সম্ভব হয় না।

ফলে নকলের জন্য তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক কেন্দ্রগুলিতেই ছাত্ররা ভিড় জমিয়েছে বেশি। একশ্রেণীর অভিভাবকও এতে সায় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ট্রান্সফারের ব্যাপারে অনেকখানি কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতেও নকল প্রবণতা পুরোপুরি রোধ করা যায়নি। এই সব কড়াকড়ি পাশ কাটিয়ে পরীক্ষার্থীরা নকলের জন্য সুবিধাজনক কোন কোন স্কুলে ট্রান্সফার হয়ে গেছে। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তিন হাজার এ ধরনের অসাধু পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করেছে এবং অনেক টাকার বিনিময়ে জাল জোচ্চুরি করে এইসব পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাদানের সুযোগ করে দেবার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৩টি স্কুলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ দিয়েছে।

তবে এখানেই শেষ নয়। কার্যত মফস্বলের কেন্দ্রগুলোসহ সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল রোধ করার জন্য কার্যকর ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। তা না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃংখল পরিস্থিতির অবসান অসম্ভব প্রমাণিত হবে। এবং কড়াকড়ির আওতায় শহরাঞ্চলে পরীক্ষা দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী অধিকতর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে। আমরা আশা করি, পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল রোধে কার্যকর ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।